যুগান্তর

তারিখ ... 7 MAY 2013 ...
পৃষ্ঠা ... ৪ ... কলাম ... ১ ...

মামলা জটে ইউজিসি

দেশে উচ্চশিক্ষার মাননিয়ন্ত্রণ, সম্প্রসারণ, উন্নয়ন ও বরাদ্দসহ বিবিধ বিষয় দেখভাল করা বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) প্রধান কাজ। ১৯৭৩ সালের অধ্যাদেশ অনুযায়ী উচ্চশিক্ষার জন্য বরাদ্দকৃত সরকারি অর্থ পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে বণ্টন করা এর অন্যতম দায়িত্ব। ১৯৯২ সালে দেশে উচ্চশিক্ষা সম্প্রসারণের জন্য বিভিন্ন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হতে থাকলে সেগুলোর তদারকির দায়-দায়িত্বও বর্তায় ইউজিসির ওপর। তবে সীমিত জনবল, ক্ষমতা ও সীমাবদ্ধতা সর্বোপরি দুর্বার বরাদ্দের অভাবে উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রে আশা কোন আশাব্যঞ্জক ভূমিকা রাখতে পারছে না ইউজিসি। দেশে প্রায় ব্যাঙের ছাতার মতো বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় গজিয়ে উঠেছে, যেগুলোর অধিকাংশেরই শিক্ষা কার্যক্রম মানসম্মত নয়। তদুপরি টিউশন ফির হারও অত্যধিক। এর বাইরেও বিশ্বের বিভিন্ন নামি-দামি বিশ্ববিদ্যালয়ের নামে আউটার ক্যাম্পাস পরিচালনা করছে কয়েকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এসব ক্ষেত্রে সময় সময় নিছক তদারকি ও তালিকাভুক্তি ছাড়া আর কিছুই করতে সক্ষম নয় ইউজিসি। এসব দেখভাল করতে গিয়ে অহেতুক মামলা জটে জড়িয়ে পড়েছে ইউজিসি। এতে অযথাই খরচ হচ্ছে লাখ লাখ টাকা। অনেক ক্ষেত্রে শুধু নোটিশ জারি নিয়েও মামলা করা হয়। উদাহরণ দিয়ে বলা যায়, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার অন্যতম প্রধান শর্ত হল নিজস্ব ক্যাম্পাস থাকা। বাস্তবে অধিকাংশ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের তা নেই। ইউজিসি সেক্ষেত্রে নোটিশ জারি করলেই শুরু হয় মামলা, যা মূলত দায়ের করা হয় সময়ক্ষেপণের জন্য। এরকম আরও মামলা রয়েছে অবৈধভাবে আউটার ক্যাম্পাস, অবৈধ কোর্স পরিচালনা, অবৈধ ক্যাম্পাস খোলা, অবৈধভাবে বিদেশী নামি-দামি বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম ব্যবহার ইত্যাদি নিয়েও। এসব ক্ষেত্রে মামলা পরিচালনার বাইরে ইউজিসির বিশেষ কিছু করণীয় বা ক্ষমতা নেই বললেই চলে। বরং মামলার দীর্ঘসূত্রতার কারণে সংশ্লিষ্ট বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো তাদের অবৈধ ব্যবসা ও সনদ বাণিজ্য প্রায় অব্যাহত চালিয়ে যাওয়ার সুযোগ পায়। এর ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হতে থাকে শিক্ষার্থীরা। ইউজিসির চেয়ারম্যানও এই মামলা জটের কথা স্বীকার করেছেন। ফলে একদিকে ইউজিসির স্বাভাবিক কার্যক্রম যেমন ব্যাহত হচ্ছে, তেমনি দেশ ও জাতি এ থেকে তেমন কোন উপকার পাচ্ছে না। এর ফলে ইউজিসি এমনকি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতেও তাদের স্বাভাবিক কার্যক্রম চালাতে পারছে না। ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে সংশ্লিষ্ট শিক্ষার্থীরা।

সরকার উচ্চশিক্ষা সম্প্রসারণ ও তদারকির জন্য আলাদা একটি উচ্চশিক্ষা কমিশন গঠন করতে যাচ্ছে বলে শোনা গিয়েছিল। বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন, তবে আপাতত ঝুলে আছে বলে খবর রয়েছে। সরকার যদি সত্যিই উচ্চশিক্ষার সম্প্রসারণ ও মান নিয়ন্ত্রণে আন্তরিক হয়, তাহলে আরও বেশি ক্ষমতাসম্পন্ন উচ্চশিক্ষা কমিশন প্রতিষ্ঠা করতে হবে দ্রুত। যতদিন তা না হচ্ছে, ইউজিসিকে আপাতত আরও ক্ষমতায়ন ও দক্ষতা সম্পন্ন করে গড়ে তোলা প্রয়োজন।